“চলে গেলেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালে কর্মরত অধ্যাপক ডাঃ রাজীব নয়ন চৌধুরীর পিতা ও রাষ্ট্রপতির শিক্ষক পি.কে.সি স্যার” রাষ্ট্রপতির শোক।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের শিক্ষক, কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর প্রাণেশ কুমার চৌধুরীর।

বৃহস্পতিবার (২৯ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকার বাসাবো কালীবাড়ি শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

এর আগে সেখানে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়ার পর ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সেখানেই গার্ড অব অনার দেয়া হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা শত কীর্তিমানের শিক্ষক ‘পি.কে.সি’ স্যারকে।

বৃহস্পতিবার (২৯ এপ্রিল) দুপুর সোয়া ২টার দিকে ঢাকার সেগুনবাগিচায় ছেলের বাসায় প্রফেসর প্রাণেশ কুমার চৌধুরী (৮১) পরলোকগমণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, দেশ-বিদেশে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিম-লে শোকের ছায়া নেমে আসে।

করোনা মহামারীর কারণে প্রয়াত প্রফেসর প্রাণেশ কুমার চৌধুরীর মরদেহ কিশোরগঞ্জে না এনে ঢাকাতেই দাহ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় পরিবারের পক্ষ থেকে।

তাঁর মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবার্তায় তিনি প্রয়াত প্রফেসর প্রাণেশ কুমার চৌধুরীর আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

প্রয়াত প্রফেসর প্রাণেশ কুমার চৌধুরীর মৃত্যুতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ কাজী দীন মোহাম্মদ ও যুগ্ম-পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ মোঃ বদরুল আলম সহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী গভীর শোক প্রকাশ এবং তার আত্মার শান্তি কামনা করেন ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

প্রয়াত প্রফেসর প্রাণেশ কুমার চৌধুরীর মৃত্যুতে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট মো. কামরুল আহসান শাহজাহান, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এম এ আফজল, জেলা গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি এডভোকেট ভূপেন্দ্র ভৌমিক দোলন, অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও পিপি এডভোকেট শাহ আজিজুল হক, জেলা সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি এডভোকেট অশোক সরকার, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুর রহমানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

‘পি.কে.সি স্যার’ নামে সমধিক পরিচিত প্রফেসর প্রাণেশ কুমার চৌধুরী ১৯৬৪ সালে গুরুদয়াল সরকারি কলেজে যোগদান করেন। তিনি ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। দীর্ঘ অধ্যাপনাকালে তিনি বহুক্ষেত্রে বহু কীর্তিমানকে ছাত্র হিসেবে পেয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদেরও শিক্ষক।

ইংরেজি, ফরাসি, রুশ সাহিত্যের ওপর পাণ্ডিত্য অর্জনকারী প্রফেসর প্রাণেশ কুমার চৌধুরী কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও অনেক কবিতা ও ছোটগল্প অনুবাদ করেছেন। জাতীয় পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় ইংরেজি ও বাংলা দৈনিক ও সাময়িকীতে তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি কিশোরগঞ্জ শহরের কালীবাড়ি মন্দির কমিটিসহ জেলার বিভিন্ন শিল্প-সাহিত্য, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নানামুখী কর্মকাণ্ডের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় তিনি আনন্দমোহন কলেজ বার্ষিকী সম্পাদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হল ছাত্রসংসদের সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

২০১৫ সালে তিনি ১ম মাজহারুন-নূর ফাউন্ডেশন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। এছাড়া তিনি রাজেন্দ্র-আশালতা ফাউন্ডেশন সম্মাননায় ভূষিত হন।

স্বকীয় কর্ম ও কীর্তির মাধ্যমে তিনি কিশোরগঞ্জের শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।